কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—১, জুন—২০২৫, পৃ. ১-১১

তথ্য দারিদ্রতা দূরীকরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষনাত্মক সমীক্ষা

পর্ণা ঘোষ
রিসার্চ স্কলার, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
email : parnaghosh@nbu.ac.in,
ORCID : 0000-0001-5017-7339
ও
ড. তপন বারুই
সহকারী অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
email : tapanbarui@nbu.ac.in, ORCID- 0000-0002-8023-4987

সার সংক্ষেপ

ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। তথ্যসমৃদ্ধ ও তথ্যগত দিক থেকে দরিদ্র্য মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে। এই তথ্যের ব্যবধান দূর করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা। পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ গ্রন্থাগার একটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে তথ্যের সামাজিক স্তরবিন্যাস দূর করার ক্ষেত্রে এটি অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

এই নিবন্ধটি কোচবিহার জেলার ৩৬টি সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা। সমীক্ষার জন্য ডেস্ক্রিপটিভ (Descriptive) রিসার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। জনসাধারণের বলতে এখানে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও অব্যবহারকারী নির্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষকে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টির পরিমাপ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করে তথ্য দারিদ্রতা দূরীকরণ কি সত্যই সম্ভব? নিবন্ধটি সেই প্রশ্নেরই সমাধান সূত্র বের করার প্রচেষ্টা করেছে। গবেষণার থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাধারণ গ্রন্থাগারের অবশ্য কর্তব্য সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবহারকারীকে উপযুক্ত তথ্যের যোগান দেওয়া এবং তার মাধ্যমেই জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব।

মুখ্য শব্দ : ইফ্‌লা (IFLA) নির্দেশিকা, কোচবিহার, তথ্য দারিদ্রতা, তথ্য প্রচার, তথ্য স্বাক্ষরতা, সাধারণ গ্রন্থাগার।

©WBCLA

১) ভূমিকা

তথ্য কি বা তথ্যের প্রয়োজনীয়তা কি তা আর নতুন করে আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র। তথ্যবিজ্ঞানীর চোখে *"Information is any stimulus that reduces uncertainty"*. তথ্যপ্রচার বা তথ্য বিস্তার হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা বা একটি বিশেষ কাজ যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন, আকাঙ্খা, উপলব্ধি, জ্ঞান বা আবেগপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেয় বা গ্রহণ করে। তথ্য প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেমন রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পত্রিকা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি। তথ্য প্রচার প্রকৃতপক্ষে দুজন বা গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান।

তথ্য দারিদ্রতা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে বহুমুখী বৈষম্য যা কিনা সমাজের তথ্য সম্পদ একত্রিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে ওঠে। তথ্য দারিদ্রতার কারণেই সমাজের মধ্যে তথ্যসমৃদ্ধ ও তথ্য দারিদ্র্য দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।

যখন তথ্যের প্রয়োজন তখন তা সনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য কার্যকর ভাবে মূল্যায়ন ও ব্যবহার করার বিশেষ ক্ষমতাকে তথ্য সাক্ষরতা বলা হয়।

তথ্য সাক্ষরতা বিশেষভাবে তথ্য দারিদ্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তথ্য সাক্ষরতার অভাব, তথ্য দারিদ্রতা সৃষ্টির পিছনে সরাসরি অবদান রাখে। অর্থাৎ তথ্য অনুসন্ধান এবং সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা নেই এমন ব্যক্তিদের তথ্য দারিদ্রতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দ্বারা তথ্যের বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ গ্রন্থাগার বা জনগ্রন্থাগার হলো সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থাগার। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা বয়স, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন মানুষ গ্রহণ করতে সক্ষম। গ্রামীণ-উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগার হলো এমন একটি সংস্থা যা জনগণকে সহায়তা করে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নের সহায়তা করে, UNESCO-র ইস্তাহার অনুযায়ী জন গ্রন্থাগার *"Living force of education– culture and information"* এবং *"an essential agent for the fostering of peace and spiritual welfare through the minds of men and women"*. IFLA নির্দেশিকা অনুযায়ী, জন গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য হল:

- শিক্ষা প্রদানে সহযোগিতা করা
- তথ্য প্রদান করা
- ব্যক্তিগত উন্নয়ন
- শিশু ও যুবক সম্প্রদায়ের বিকাশ
- সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
- সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন

এই সমীক্ষা কোচবিহার জেলার জনমানসে সাধারণ গ্রন্থাগারের অবস্থান এবং সাধারণ গ্রন্থাগার তথ্য দারিদ্রতা দূরীকরণে কতটা সক্ষম তার পর্যালোচনা করেছে।

২) সাহিত্য পর্যালোচনা

জোসেফ রাউন্টি ফাউন্ডেশনের (২০১৪) ব্যাখ্যা অনুযায়ী যখন ব্যক্তিগত সম্পদ ন্যূনতম প্রয়োজনের নিচে থাকে তখন তাকে দারিদ্রতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ এক কথায় দারিদ্রতা হল কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত আয় বা সম্পত্তি না থাকা। Mayer, S.E (২০০৩)-র মতামত অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ব্যবহার করার অক্ষমতা, বেঁচে থাকা বা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহারের অক্ষমতাকে তথ্য দারিদ্রতা বলা হয়। এটা এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে সাধারণ মানুষ

বিভিন্ন কারণে তথ্য ব্যবহার করতে অক্ষম। Goulding (২০০১)-র মত অনুযায়ী, *"those with easy access to an abundance of information and those who do not know how and where to find it and even– perhaps– do not understand the value of information and how it can help them in their day-to-day lives".*

৩) সমীক্ষার উদ্দেশ্য

ক) সাধারন গ্রন্থাগারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বার করা।

খ) কোচবিহার জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা অনুসন্ধান করা।

গ) সাধারন মানুষের মধ্যে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে বার করা।

ঘ) তথ্যপ্রদানের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে বার করা।

ঙ) তথ্যদারিদ্রতা দূরীকরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার সন্ধান করা।

৪) গবেষণা পদ্ধতি

অধ্যয়নের জন্য সমীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষার আগে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয়েছিল গ্রন্থাগারের কর্মী ও জনসাধারণের জন্য। তথ্য সংগ্রহের জন্য কোচবিহার জেলার সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে random sampling পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষায় মোট ৩৬টি সাধারন গ্রন্থাগার ও ৩০৪ জন জনসাধারণের সুব্যবহারকারী (২১১ জন) ও অব্যবহারকারী (৯৩ জন) নির্বিশেষে এবং ছাত্রছাত্রী, চাকুরিরত, ব্যবসায়ী ও কর্মহীন নির্বিশেষে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। গবেষক উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সমীক্ষা শেষে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫) সমীক্ষার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

- সমীক্ষাটি কোচবিহার জেলায় বসবাসকারী মানুষ ও তাদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তার ওপরেই সীমাবদ্ধ।
- কোচবিহার জেলায় মোট ১১১ টি সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে। জেলায় মোট ১২ টি ব্লক (২০১১ এর আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী)। জেলার মোট জনসংখ্যা ২৮,১৯,০৮৬। মোট জনসংখ্যার উপর Cochran সূত্র প্রয়োগ করে উত্তরকারীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
- সময়ের অভাবের কারণে সমীক্ষাটি ৩৬ টি সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৬) তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৬(১) কোচবিহারে সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুপাত

জেলা	সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	অনুপাত (জনসংখ্যা: লাইব্রেরী সংখ্যা)
কোচবিহার	১১১	২৮,১৯,০৮৬	২৫,৩৭৯: ১

টেবিল ১: জনসংখ্যা ও সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুপাত

©WBCLA

৬(২) উত্তরদাতাদের মধ্যে তথ্যসন্ধানের উৎস n=৩০৪

তথ্যের উৎস	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা হার
টেলিভিশন	৬৫	২১.৩৮
রেডিও	-	০০.০০
সংবাদপত্র	২৭	০৮.৮৮
গ্রন্থাগার	৪১	১৩.৪৯
আত্মীয় স্ব-জন ও বন্ধুবান্ধব	৬৪	২১.০৫
ইন্টারনেট	১০৭	৩৫.২০
মোট	৩০৪	১০০.০০

টেবিল ২: তথ্যসন্ধানের উৎস

উপরের সারণি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বেশীরভাগ উত্তরদাতা (৩৫.২০%) তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন। আর মাত্র ১৩.৪৯% উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহের জন্য সাধারন গ্রন্থাগারে আসেন। অর্থাৎ গ্রন্থাগারে আসার প্রবণতা সন্তোষজনক নয়।

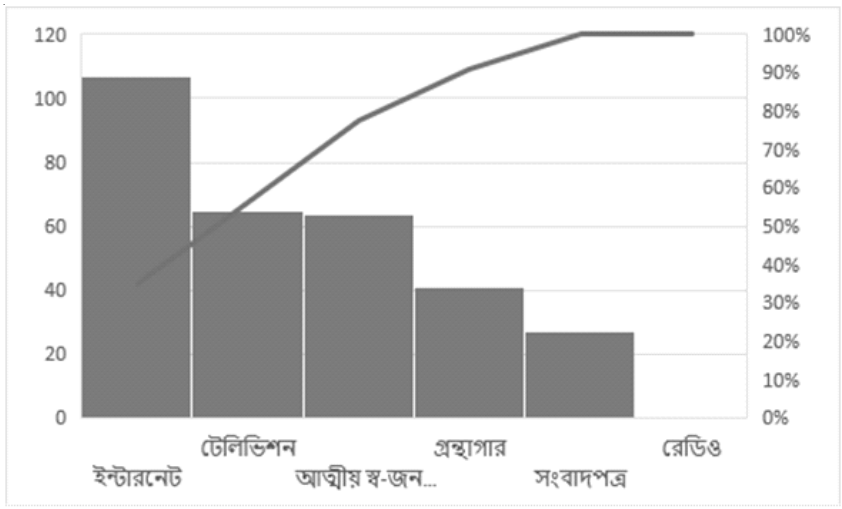

চার্ট ১: তথ্যসন্ধানের উৎস

©WBCLA

৬(৩) উত্তরদাতাদের মধ্যে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

তথ্যের প্রয়োজনীয়তা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসাবানিজ্য সম্বন্ধীয় তথ্য	১৪	০৪.৬১
শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য	১২০	৩৯.৪৮
চাকরি সংক্রান্ত তথ্য	৯১	২৯.৯৪
কৃষি সংক্রান্ত তথ্য	৩৫	১১.৫১
বিনোদন তথ্য	১৭	০৫.৫৯
রাজনৈতিক তথ্য	০৫	০১.৬৪
সম্প্রদায় ভিত্তিক তথ্য	১৮	০৫.৯২
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য	০৪	০১.৩১

টেবিল ৩: তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

উপরের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেশীরভাগ উত্তরদাতার (৩৯.৪৮%) শিক্ষাসম্বন্ধীয় তথ্যের প্রয়োজন এবং তারপরেই প্রয়োজন চাকরি সংক্রান্ত তথ্যের (২৯.৯৪%)। যেহেতু সমীক্ষিত উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই ছাত্রছাত্রী, তাই তাদের শিক্ষা ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য-র অধিক প্রয়োজন। তুলনায় সাধারন মানুষের মধ্যে কৃষিসম্বন্ধিত ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য-র প্রয়োজন রয়েছে। উপরের তথ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যর প্রয়োজনীয়তা খুবই কম। অর্থাৎ এটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য-র জন্য মানুষ সরাসরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান।

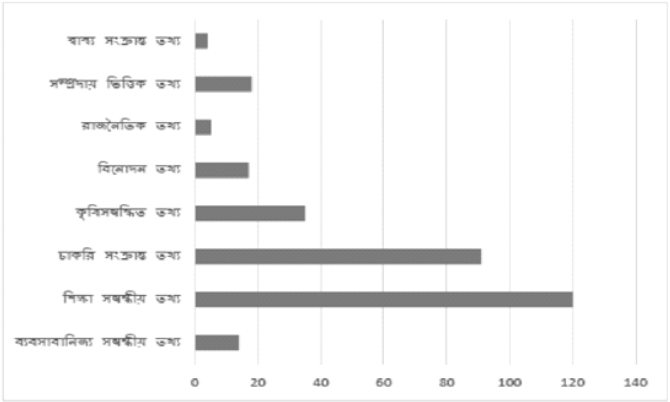

চার্ট ২: তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

৬(৪) তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতার বিচারে উত্তরদাতাদের মতামতঃ

©WBCLA

n=৩০৪

তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
কম্পিউটার ব্যবহার	২০১	৬৬.১২
ইন্টারনেটের ব্যবহার	২৯২	৯৬.০৫
ইমেলের ব্যবহার	১০১	৩৩.২২
অনলাইনের ব্যবহার	১৬৭	৫৪.৯৩

টেবিল ৪: তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (* প্রতিটি শতকরা হার মোট উত্তরদাতার উপর)

বিশ্লেষণ থেকে এটি বোঝা যাচ্ছে যে, প্রায় সমস্ত উত্তরদাতা (৯৬.০৫%) ইন্টারনেটের ব্যবহার করেন, কিন্তু মাত্র ৫৪.৯৩% উত্তরদাতা বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবা যেমন অনলাইন ব্যাঙ্কিং, অনলাইন ভর্তি ইত্যাদি বিষয়ে জানেন বা ব্যবহার করে থাকেন।

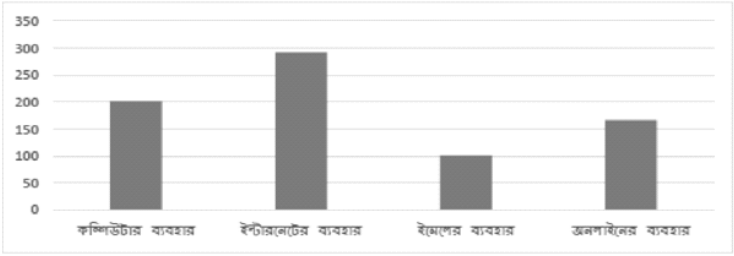

চার্ট ৩: তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

৬(৫) ইন্টারনেটের ব্যবহার শেখার উৎস

n=২৯২

উৎস	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা হার
বন্ধুবান্ধব	১৪৪	৪৯.৩২
প্রশিক্ষণ	৪৯	১৬.৭৮
স্ব-শিক্ষিত	৬৬	২২.৬০
গ্রন্থাগার কর্মী	৩৩	১১.৩০
সর্বমোট	২৯২	১০০.০০

টেবিল ৫: ইন্টারনেট শেখার উৎস

উপরের সারণি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত উত্তরদাতা ইন্টারনেটের ব্যবহার জানেন (২৯২) তার বেশীরভাগ জন(৪৯.৩২%) বন্ধুবান্ধবের কাছে থেকেই ইন্টারনেটের ব্যবহার শিখেছেন, মাত্র ১১.৩০% উত্তরদাতা গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে এসেছেন ইন্টারনেটের ব্যবহার শেখার জন্য। আর যথাযথ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ই-পরিষেবা শিখেছেন মাত্র ১৬.৭৮% মানুষ।

©WBCLA

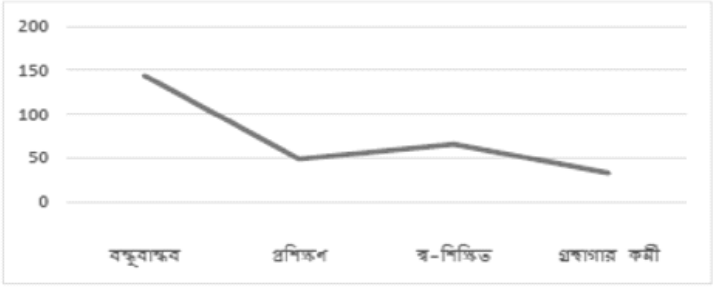

চার্ট ৪: ইন্টারনেট শেখার উৎস

৬(৬) গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মতামত

n=২১১

মতামত	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা হার
চমৎকার	৪৯	২৩.২২
ভালো	৬৬	৩১.২৮
ভালো নয়	৭৩	৩৪.৬০
জানা নেই	২৩	১০.৯০
মোট	২১১	১০০.০০

টেবিল ৬: গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিমাপ

৩০৪ জন সমীক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ২১১ জন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৩১% মনে করেন যে, কোচবিহারে গ্রন্থাগার পরিষেবার মান ভালো, আবার অন্যদিকে প্রায় ৩৫% ব্যবহারকারী মনে করেন যে, গ্রন্থাগার পরিষেবার মান মোটেই ভালো নয়। অর্থাৎ একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

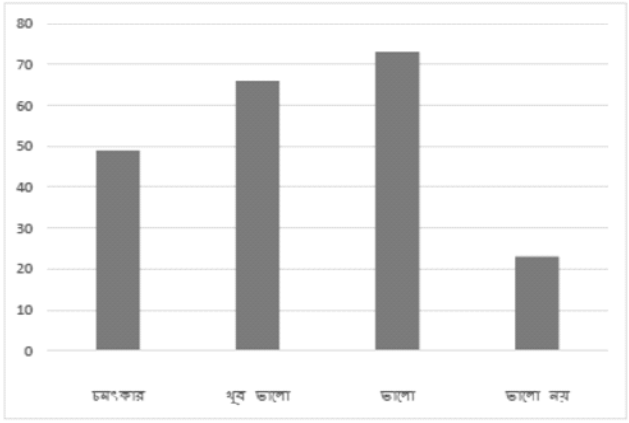

চার্ট ৫: গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিমাপ

©WBCLA

৬(৭) গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মতামত

n=২১১

মতামত	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা হার
চমৎকার	১৫	০৭.১১
খুব ভালো	৪৭	২২.২৮
ভালো	৯২	৪৩.৬০
ভালো নয়	৫৭	২৭.০১
মোট	২১১	১০০.০০

টেবিল ৭: গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পরিমাপ

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে ৪৩.৬০% ব্যবহারকারী মনে করেন যে, সংগ্রহ ভালো। কিন্তু ২৭.০১% ব্যবহারকারী মনে করেন যে, ভালো নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

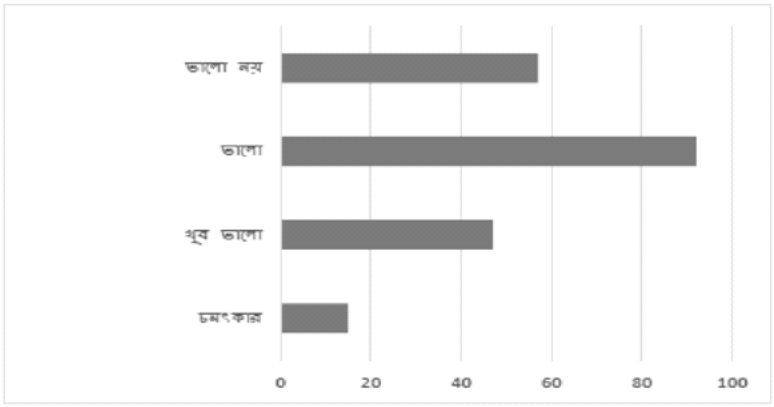

চার্ট ৬: গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পরিমাপ

৬(৮) গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার বিষয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মতামতঃ

n=২১১

মতামত	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা হার
চমৎকার	৬২	২৯.৩৮
খুব ভালো	৯৫	৪৫.০২
ভালো	২৯	১৩.৭৪
ভালো নয়	২৫	১১.৮৬
মোট	২১১	১০০.০০

টেবিল ৮: গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতা সম্পর্কিত মতামত

©WBCLA

পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থাগারের কর্মীগণ সহায়তা দেওয়ার থেকে খুব ভালো জায়গায় রয়েছেন।

চার্ট ৭: গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতা

৬(৯) গ্রন্থাগার থেকে তথ্যসংগ্রহে সমস্যা n=৯৩

সমস্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষার উৎসাহের অভাব	১৫	১৬.১৩
গ্রন্থাগার দূরবর্তী জায়গায় অবস্থিত	০৭	০৭.৫৩
গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্পর্কে অজ্ঞতা	২৬	২৯.৯৬
সময়ের অভাব	৪৩	৪৬.২৩
গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব	০২	০২.১৫
মোট	৯৩	১০০.০০

টেবিল ৯: তথ্যসংগ্রহের সমস্যা

২১১ জন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯৩ জন জানিয়েছেন যে গ্রন্থাগার থেকে তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। উপরের টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বেশীরভাগ উত্তরদাতা (৪৬.২৩%) সময়ের অভাবে লাইব্রেরিতে যেতে পারেন না বা ইচ্ছুক নন। ২৯.৯৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্বন্ধে অবহিত নন। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দুয়ারে গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

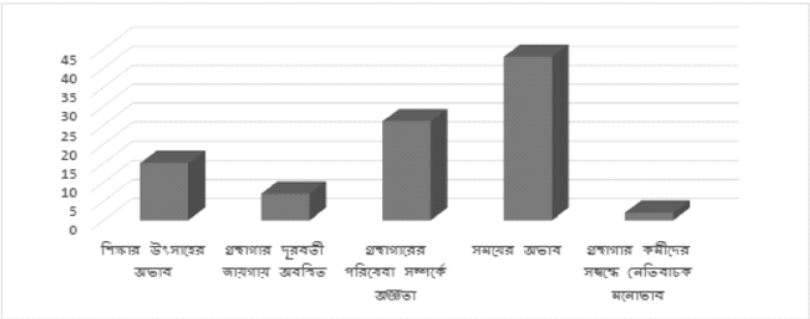

চার্ট ৮: তথ্যসংগ্রহের সমস্যা

©WBCLA

৬(১০) কোচবিহার জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পরিসংখ্যান

n=৩৬

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শতকরা হার
কম্পিউটারের সুবিধা	আছে = ১০	২৭.৭৮
	নেই = ২৬	
ইন্টারনেট ও ইমেলের সুবিধা	আছে = ০১	০২.৮০
	নেই = ৩৫	৯৭.২০
উচ্চগতির ডেটা সংযোগ	আছে = ০১	০২.৮০
	নেই = ৩৫	৯৭.২০
তথ্যপ্রযক্তি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মী	আছে = ০৮	২২.২০
	নেই = ২৮	৭৭.৮০

টেবিল ১০: তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পরিসংখ্যান

উপরের সারনী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের সুবিধা নেই। মাত্র ১টি গ্রন্থাগারে (সমীক্ষিত ৩৬টির মধ্যে) ইন্টারনেট, ইমেল ও উচ্চগতির ডেটা সংযোগ রয়েছে। তথ্যপ্রযক্তি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন মাত্র ৮টি গ্রন্থাগারে। চিত্রটি আশাব্যঞ্জক নয়।

৭) সুপারিশনামা

উপরের ফলাফলগুলির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়েছে:

অ) সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্টারনেটের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। মাত্র ১৩.৪৭ শতাংশ মানুষ তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারে আসেন। তাই সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে যদি এই পরিষেবা প্রদান করা যায়, তাহলে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকারীরা গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এবং যথাযথ পরিষেবা প্রদানের ফলে জনমানষে তথ্যের বৈষম্য দূর হবে যা প্রকৃত অর্থে তথ্য দারিদ্রতা দূরীকরণের একটি উপায়।

আ) উত্তরদাতাদের মধ্যে শিক্ষা ও চাকরি সম্বন্ধীয় তথ্যের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। তাই জনসাধারণকে বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বেশি মাত্রায় গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার জন্য অধিক সংখ্যক বই ও পত্রপত্রিকার প্রয়োজন। তবেই সকলে তথ্যসমৃদ্ধ হবেন এবং সমাজব্যবস্থা থেকে তথ্য দারিদ্রতা দূরীভূত হবে।

ই) উত্তরদাতাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষত কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও অনলাইনের ব্যবহার সন্তোষজনক। তবে উত্তরদাতারা বেশিরভাগই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ইন্টারনেটের ব্যবহার শেখেন। টেবিল ৫.১০-র তথ্য অনুসারে, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সমীক্ষিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সন্তোষজনক নয়। সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হলে এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সমাজ থেকে তথ্য দারিদ্রতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।

ঈ) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৩৪.৬০% উত্তরদাতা গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে সন্তুষ্ট নন। যদিও গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যবহার বিষয়ে তারা সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। তাই

সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত করা উচিত, যাতে উত্তরদাতারা সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে বর্তমান যুগোপযোগী তথ্যের সন্ধান পান।

ঊ) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২৯.৯৬% উত্তর দাতারা মনে করেন যে গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহের সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তাই গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট বিপণন কৌশল (Marketing strategy)-র প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বোঝানো সম্ভব নয়।

৮) উপসংহার

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাধারন গ্রন্থাগারের অবশ্য কর্তব্য সাধারণ মানুষকে যথাযথ পরিষেবা প্রদান করা ও উপযুক্ত তথ্যের যোগান দেওয়া। কিন্তু সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্বন্ধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। পাঠককে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার জন্য অধিক সংখ্যক বই ও পত্রপত্রিকার প্রয়োজন। পাশাপাশি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিক সুযোগসুবিধা দিয়ে সজ্জিত করা উচিত। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সমীক্ষিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সন্তোষজনক নয়। তথ্য দারিদ্রতা দূরীকরণ তখনি সম্ভব হবে যখন গ্রন্থাগার থেকে সঠিক যুগোপযোগী তথ্য, বিভিন্ন ই-পরিষেবা, ডিজিটাল স্বাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া সর্বোতভাবে সম্ভব হবে। গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করারও আশু প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

D'Arcy, C & Goulden, C (2014, September, 14). *A definition of poverty*. Retrieved from https://www.jrf.org.uk/deep-poverty-and-destitution/a-definition-of-poverty

Goulding, A. (2001). Information Poverty or Overload? *Journal of Librarianship and Information Science, 33*(3), 109-111. Available at https://doi.org/10.1177/096100060103300301

IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (1994). 2.

Marcella, R., & Chowdhury, G. (2020). Eradicating information poverty: An agenda for research. *Journal of Librarianship and Information Science*, *52*(2), 366-381. Available at https://doi.org/10.1177/0961000618804589

Mayer, S.E(2003). What is a *'Disadvantaged Group'*? Minneapolis, MN: Effective Communities Project.

Panda, S & Das, S.K. (2023). Role of public libraries in promoting peace and social cohesion through United Nations's Sustainable Development Goals (SDG) with special reference to Azadi Ka Amrit Mahotsav. *College Libraries*, *38*(I), 70-77

Thompson, J. (2015). From the President of RUSA: Changing Needs, Changing Roles: How Public Libraries are Expanding Traditional Service Models to Best Serve Their Communities. *Reference & User Services Quarterly*, *54*(3), 2-5. Available at https://doi.org/10.5860/rusq.54n3.2

©WBCLA